মেহেরপুরে পর্নোগ্রাফি মামলায় এক আসামির ৩ বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে পর্নোগ্রাফি মামলায় মোঃ লাবলু নামের এক ব্যক্তিকে ৩ বছর কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আসামি বাদীর সাবেক স্বামী। সংসারিক সমস্যার কারণে বাদী তাকে ২৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে তালাক দেন। বিবাহিত জীবনে আসামি বাদীর অজান্তে তার মোবাইলে কিছু আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ধারণ করেন। ডিভোর্সের পর ওই ভিডিও দেখিয়ে বাদীর নিকট থেকে এক লক্ষ টাকা দাবি করেন। এছাড়া ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন এবং পরিচিতজনদের দেখান।

বাদী বিষয়টি তার পরিবারকে অবহিত করে র্যাবের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে র্যাব-১২, সিপিসি মেহেরপুর গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গাংনী বাজারস্থ সামাদ হোটেলের সামনে থেকে আসামিকে আটক করে। সাক্ষীদের সম্মুখে জিজ্ঞাসাবাদে আসামি ভিডিও ভাইরাল করার হুমকির কথা স্বীকার করেন। পরে তার পরিহিত প্যান্টের ভেতরের পকেট থেকে একটি রেডমি নাইন সি অ্যান্ড্রয়েড ফোন, দুইটি বাংলালিংক সিম এবং ৮ জিবি মেমোরি কার্ড জব্দ করা হয়। ব্যবহৃত মোবাইল থেকে ধারণ করা আপত্তিকর ছবি ও ভিডিওর ছয় পাতার প্রিন্ট কপি আলামত হিসেবে উদ্ধার করা হয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। নথি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা শেষে আদালত এ রায় দেন। রায় ঘোষণার পর আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার ১০

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ৯ জন সিআর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ও ১ জন নিয়মিত মামলার আসামিসহ ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে জেলা পুলিশ।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন মেহেরপুর সদরের বারাদীর বানাত আলীর ছেলে মোঃ সোহেল রানা (৪৫), দফোরপুরের মোঃ চাঁদ আলী ওরফে চান্দুর ছেলে মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, পিরোজপুর ঘাটপাড়ার মোছাঃ ছাবিয়া খাতুন, হাটপাড়ার মোছাঃ মহিমা খাতুন, রায়পুরের মোছাঃ হাচেনা খাতুন, কোলারজংয়ের মোঃ আরজ আলীর মেয়ে মোছাঃ শিখা খাতুন, গোভিপুরের এরশাদ আলীর ছেলে মোঃ আশরাফুল, আমদহের মোছাঃ সাথিয়ারা সাথী, কুলবাড়িয়ার মোছাঃ সুফিয়া খাতুন এবং মোছাঃ রহিমা খাতুন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের ধরতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

মেহেরপুরে মাদক রাখার দায়ে একজনের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক রাখার অপরাধে মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী ওরফে বাবুকে এক বছরের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২০ সালের ৩০ মে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের পরিদর্শক শাহজালাল খান একটি রেইডিং পার্টি গঠন করেন। মেহেরপুর সদর থানার গোভিপুর মহাজেরপাড়ায় মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী ওরফে বাবুর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে স্থানীয় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তাকে তল্লাশি করা হয়। তার পরিহিত লুঙ্গির ডান কোচর থেকে রূপালি কাগজে মোড়ানো ০.৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদক জব্দের পর তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। নথি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা শেষে আদালত এ রায় দেন।
রায় ঘোষণার পর আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাঝে চেক বিতরণ

মেহেরপুরে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ করেছে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ থেকে নিবন্ধিত ২০ টি সংগঠন ও ৩ জন অসহায় দুঃস্থের মাঝে এই চেক বিতরণ করা হয়।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক ডঃ মোহাম্মদ আব্দুল সালাম চেক বিতরণ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, মেহেরপুরে বাল্যবিবাহ, আত্মহত্যার প্রবনতা বেশি। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এসকল সমস্যাগুলি নিয়ে সামাজিক সচেতনতা কর্মসুচি করার জন্য আহ্বান জানান । তিনি বলেন, আমাদের কর্মকান্ডসমুহ যদি সমাজে কোন উপকারে না আসে, তাহলে এটি ফলপ্রসু হবেনা। তিনি সংগঠনসমুহকে অনুরোধ করেন, সমাজে ভাল কাজ করার জন্য।

ভাল কাজের জন্য আমরা তাদের পুরস্কৃত করবো।

অনুষ্ঠানের সভাপতি জেলা সমাজসেবা অফিসার আশাদুল ইসলাম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমুহকে উল্লেখিত কর্মসুচি পালনের জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। জেলা সমাজসেবা নিবন্ধন কর্মকর্তা কাজী মনসুরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমুহ তাদের কর্মকান্ড তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য প্রদান করেন মেহেরপুর শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা সোহেল মাহমুদ, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আনিছুর রহমান।

পানাম সিটি: বাংলার ঐতিহ্যের নীরব সাক্ষী

গতকাল রোববার দিনের সিংহভাগ সময় কাটালাম নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁয়ে অবস্থিত প্রাচীন শহর পানাম সিটিতে। পানামা যেন হারিয়ে যাওয়া এক গৌরবগাথার জীবন্ত স্মৃতি। ইতিহাস, স্থাপত্য ও ঐতিহ্যের অপূর্ব সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এই শহরটি আজো দাঁড়িয়ে আছে শ শ বছরের পুরনো অনেক গল্প নিয়ে।

১৫শ শতকে প্রতিষ্ঠিত এই নগরী মধ্যযুগে বাংলার অন্যতম প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। সুলতানি ও মুঘল আমলে সোনারগাঁ ছিল বাংলার রাজধানী, আর পানাম ছিল সেই রাজধানীর গৌরবময় আবাসভূমি। বিশেষ করে হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীদের আধিপত্যে গড়ে ওঠা পানাম নগরীতে ইউরোপীয়, মুঘল ও বাংলা স্থাপত্যরীতির অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়।

বর্তমানে পানাম নগরীতে প্রায় ৫২টি ঐতিহাসিক ভবন রয়েছে, যেগুলোর প্রতিটিই একেকটি স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। সড়কের দু’পাশে সারি সারি দালান যেগুলোর দেয়ালে আজও জেগে আছে পুরোনো দিনের কারুকাজ, রঙিন কাচের জানালা, কাঠের ফ্রেম আর চুন-সুরকির প্রাচীন প্রযুক্তির ছাপ। জমিদারের ৫ শ মিটার পুকুর। পুকুরে অনেকগুলো গোসলের জন্য সানবাঁধানো সিঁড়ি। সেই সময়ের সুপেয় পানির বেশ কটি পাকা কুয়া। কালের সাক্ষি হয়ে পড়ে আছে পাকা পায়খানা।

সংস্কারহীনতায় হারাতে বসেছে সেসব ঐতিহ্য।

যদিও ২০০৬ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর পানাম সিটিকে “সংরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান” হিসেবে ঘোষণা করেছে, বাস্তবতা হলো অনেক ভবন আজ ধ্বংসপ্রায়। অবহেলা, যথাযথ সংরক্ষণের অভাব এবং পর্যটন চাপে এই ঐতিহ্যবাহী স্থানটি হুমকির মুখে পড়েছে।
স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন সংস্কারের উদ্যোগ না নেওয়ায় অনেক ভবন ধসে পড়েছে। বৃষ্টির মৌসুমে পানিতে ভিজে কাঠ ও চুন-সুরকির দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপরিকল্পিত পর্যটন ও স্থানীয় দখলদারদের কারণে ঐতিহাসিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

পানাম নগরী বর্তমানে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থী এখানে ভিড় করেন ইতিহাস ছুঁয়ে দেখতে। কিন্তু পর্যাপ্ত গাইড, তথ্যচিত্র, পর্যটক ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ঘাটতি দেখলাম।

পর্যটন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যদি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হয়, তবে পানাম সিটি হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সফল হেরিটেজ ট্যুরিজম স্পট।

কেয়ার টেকার রফিকুল ইসলাম জানালেন-পানাম সিটি শুধু একটি পুরনো শহর নয়, এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল। এই নগরীর দেয়ালে লেগে আছে বাঙালি জাতির শিল্প, সংস্কৃতি ও সংগ্রামের ছাপ। প্রয়োজন এখন শুধু সময়োচিত উদ্যোগ, সচেতন সংরক্ষণ এবং সম্মিলিত দায়িত্ববোধ।

পানামকে যদি সময়মতো বাঁচানো যায়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষী হতে পারবে-নয়তো এটি হারিয়ে যাবে কালের অতলে, আর আমরা হারাবো এক অপূর্ব ঐতিহ্য।

বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে

মেহেরপুরের ১১ চিকিৎসক সুপারিশপ্রাপ্ত

৪৮তম বিশেষ বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফলে মেহেরপুর জেলা থেকে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে সহকারী সার্জন পদে ১১ জন সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।

গত বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) থেকে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। মেহেরপুর জেলার সুপারিশপ্রাপ্ত ১১ জনের মধ্যে গাংনী উপজেলায় রয়েছেন ৯ জন এবং সদর উপজেলায় রয়েছেন ২ জন।

সুপারিশপ্রাপ্তরা হলেন, সিরাজগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের ডা. সামিয়া সুলতানা, রংপুর মেডিক্যাল কলেজের ডা. আবু জার গিফারী, বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের রুবিয়া খাতুন, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ডা. আসিফ হাসান, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজর ডা. নাহিদ হাসান, ডা. ইশতিয়াক হোসেন, খুলনা মেডিক্যাল কলেজর ডা. মো. মাহবুবুর রহমান নয়ন, খাজা ইউনুস আলী মেডিক্যাল কলেজর ডা. ওমর ফারুক, ডা. ফারিহা, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ডা. সরোয়ার রাব্বি ও ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজের ডা. রাসেল রানা।

গত ২০ জুলাই লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে মোট ৫ হাজার ২০৬ জন সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হন। এর মধ্যে সহকারী সার্জন পদে ৪ হাজার ৬৯৫ এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৫১১ জন প্রার্থী সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হন। পরে সহকারী সার্জন পদে ২ হাজার ৮২০ জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৩০০ জনকে চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হয়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও মেহেরপুর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

রাবিস ও গার্বেজ। রাবিস গুলো সাধারণত শক্ত, আংশিক রিসাকেলযুক্ত এবং অপচনশীল। নগরে এই প্রকার বর্জের আধিক্য দেখা যায়। পূর্বে এগুলো শুধুমাত্র ভবন ভাঙ্গাগড়ার বা মেরামতের সময় উৎপাদিত হত। এর মধ্যে ইট,শুরকি, সিমেন্ট,বালু কাঠ লোহার টুকররোর আধিক্য থাকত এবং এগুলোর কিছুঅংশ পুঃনব্যবহার যোগ্য, কিছুটা রিসাইকেল যুক্ত ছিল। বর্তমান সময়ে একই বর্জের সাথে যুক্ত হয়েছে কাচঁ, টাইলস, প্লাস্টিক, চিনামাটি, পলিথিন, টিন, পারটেক্স, ফোম কর্কশিট, এলুমিনিয়াম সহ অনেক ধরনের ক্লিনিং এজেন্টে, রং বার্নিশের মত কিছুটা কেমিক্যাল দ্রব্য, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিকস দ্রব্যের অংশ সমুহ ও হাসপাতাল বর্জ্য।

অন্যদিকে গার্বেজ গুলো সাধারণত শক্ত ও তরল উভয় প্রকারেই হয়ে থাকে। তবে এগুলো পচনশীল,পচনের এক পর্যায়ে প্রচুর পরিমানে দূর্গন্ধ নির্গত করে। এর মধ্যে মানুষ ও পশু পাখির মলমুত্র,মৃতদেহ, গৃহস্থলি, হোটেল ও বাজারের বর্জ্য ও পরিত্যাক্ত পানি, কসায়খানা ও হাসপাতাল বর্জ্য, অন্যদিকে কারখানা, ডাইং, ব্যটারি রি ফুয়েলিং, কৃষিক্ষেত্রে ব্যাবহূত সার কিট নাশক প্রভৃতি এই প্রকার বর্জের মধ্যে পরিগনিত হয়ে থাকে। জরীপে দেখা যায় দেশে রাসায়নিক বর্জ্য উৎপাদনে কৃষি ও শিল্প খাত কেউ কারো থেকে পিছিয়ে নেই। এবং এগুলো ব্যাবস্থাপনার উন্নত কোন কৌশলও আমাদের হাতে নেই। ফলে এই সমস্ত বর্জ্যের প্রভাবে ক্রমাগত মাটি, বায়ু পানি দুষিত হয়ে মানুষ সহ আমাদের জীব বৈচিত্রকে প্রতিনিয়ত ব্যাপক হুমকির মধ্যে ফেলছে।

নগরের তরল বর্জ্য অপসারণের জন্য উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ পলুশন ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়। কঠিন বর্জ্য সমুহ নগর পরিচ্ছন্নতা কর্মী, সেবাদানকারী সংস্থা, এনজিও ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নির্দিষ্ঠ ডাম্পিং স্টেশনে জমাকরা হয়। এবং শর্টিং এর মাধ্যমে পচনশীল বর্জ্য থেকে রিসাইক্লিন যোগ্য গার্বেজ গুলোকে আলাদা করা হয়। এই সমস্ত কাজে নগরের নিজস্ব জনবল ছাড়াও অর্থেল বিনিমিয়ে বেসরকারীভাবেও অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে। যথাযত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পচনশীল বর্জ্য সমুহ থেকে উন্নতদেশ সমুহে লাভ জনক জৈবসার, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

১৩ই জুন ২০২৫ মেহেরপুর পৌরসভা প্রদত্ত তথ্যসূত্রে জানা যায় পৌর এলাকার আয়তন ১৭.৬০ ব.কিমি। এবং শহরে বসবাসকারী লোকসংখ্যা ৭০ হাজারের বেশি। চলাচলের সুবিধার জন্য শহরে ৫৯.৮০ কিমি এইচবি,

পদার্থ সমুহ আলাদা করে ব্যবহার উপযোগী করা। জানা যায় পচনশীলদ্রব্য থেকে এখানে জৈবসার উৎপাদনের পরিকল্পনাও ছিল। কিন্তু এই স্টেশটির সঠিক কার্যক্রম সম্পর্কে কেউ তেমন অবগত আছে বলে মনে হয় না।উন্নত নগর সমুহে এই ধরণের কার্যকলাপ পৌর সভার আয়ের একটা বড় উৎস। এছাড়াও উন্নত বিশে^র আদলে দেশে বর্জ্যথেকে জৈবজ¦লানী ও বিদ্যুত উৎপাদনের বিষয়টিও সরকার চিন্তা ভাবনা করছে বলে শুনাযায়।

তবে আশার বিষয়, ”নগরপরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের” অধীনে শহর উপকন্ঠে নির্জনস্থানে ৩ একর যায়গার উপরে প্রায় তিনকোটি টাকা ব্যায়ে একটা এফ এস টি পি (ফিকেল স্লজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট) স্থাপন করা হয়েছে। ১০ই আগস্ট ২০২১ থেকে এইপ্লানেটর কার্যক্রম শুরু হয়। ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এর পরিসর আরো বাড়ানো বাঞ্ছনীয় বলে নগরবাসি মনে করে। বর্তমান স্টেশনে ৭০ সে.মি উচ্চতা বিশিষ্ঠ ৩টা ড্রায়িং বেড আছে। ভ্যকুট্রাকের মাধ্যমে সংগ্রহকৃত মানুষ্য পয়ঃবর্জ্য সপ্তাহে ১-৩ দিন এই বেডেফেলে শুকানো হয়। এগুলো জৈবসার উযোগী।

পৌর তথ্য মতে মেহেরপুর শহরে পানির গ্রাহক ৪৩৭০ জন এবং পানির চাহিদা ১২০০০ ঘন মিটার। ৬টি পাম্প ও ১টি ওভারহেড ট্যঙ্কের মাধ্যমে প্রতিদিন ৩৫০০ ঘনমিটার পানি সরবরাহ করা হয়, যা প্রয়েজনের তুলনায় অপ্রতুল। কিন্তু নগর প্রসারণের সাথে সাথে পানির চাহিদাও ক্রমেই বেড়েই চলেছে। জানা যায় মেহেরপুরের পানিতে সাদা আয়রন ও কোথাও আর্সেনিকের উপস্থিতি লক্ষনীয়। যে পরিমান পানি সরবরাহ করা হয় তার পরিমান ও চাপ এত কম থাকে যে পানি ব্যাবহারের সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধা ভোগ করতে হয় আরো বেশি।

অধিকাংশ নগরবাসিকে নিজ উদ্যেগে নলক’প স্থাপন করে পানির ব্যবস্থা করতে হয়। এখানেও সমস্যা প্রচুর। প্রথমত আয়রন, আর্সেনিক মুক্ত পানি পাওয়ার অনিশ্চয়তা, তাপরেও শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নেমে যাওয়ায় অধিকিাংশ নলকুপ পানিশুন্য হয়ে পড়া। শহরের একমাত্র ওভারহেড ট্যাংকের পানি গ্রাভেল ওয়াস করে তোলা হলেও এখান থেকে প্রচুর পরিমান অপদ্রব্য কোন প্রকার শোধন ছাড়াই সরাসরি ড্রেনের মাধ্যমে ভৈরবে নিস্কাশন করা হয়, প্রত্যক্ষভাবে নদী দূষণ করে।

মেহেরপুর, দেশের অন্যতম কৃষি নির্ভর শহর। এখানে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প নেই ফলে রাসায়নিক দূষণ তুলনামুলক কম। স্বল্পমাত্রার ব্যাটরি রিসাইকেল,জুয়েলারি, ও তেল নিঃসরণ ছাড়া শহরে তেমন রাসায়নিক দূষণ নেই বললেই চলে। তারপরেও নগরকে নগরীয় বৈশিষ্ঠে

ফেরাতে হলে সর্বপ্রকার দূষণ মুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে শহরে আবাসিক এলাকা বাড়ার পাশাপাশি সেবাদান প্রতিষ্ঠান সমুহও বাড়ছে। বাড়ছে দোকান পাট, মার্কেট, ক্লিনিক হাসপাতাল, খাবার দোকান সহ ক্ষুদ্রাকারের শিল্প। ভবিষ্যতে বিশ^বিদ্যালয় সহ আরো সরক্রী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার অপেক্ষায়। এখন থেকেই পরিকল্পিতভাবে বর্জ্য ও সুয়ারেজ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না করলে ভবিষ্যত প্রজন্ম তার প্রিয় শহরকে একটা পুতিগন্ধময় আবর্জনার ভাগাড় ছাড়া আর কিছুই পাবে না। ফলে এখন থেকেই ঋঝঞচ সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি, পরিকল্পিত বিন নির্মাণ, একাধিক শর্টিং স্টেশন স্থাপন, রাস্তা,গলিপথের এবং ড্রেনের বাঁক অপসারণ,ড্রেনের মাঝখানথেকে বৈদ্যুতিক খুটি সরানো, ইটিপির মাধ্যমে দূষিত পানি পরিশোধন করে নদিতে ফেলা সহ সময়মত নগর,হাসপাতাল, গৃহস্থলি বর্জ অপসারণ ও ধংশের ব্যাবস্থা করা সময়ের দাবি। বিষয়টা আগামী প্রজন্মের সার্থে অত্যান্ত জরুরী বলেই নগরবাসি মনে করেন।

বর্জ্যব্যবস্থাপনা নিয়ে দেশ আজ অত্যান্ত আশাবাদি। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশবিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর ডা.খালেকুজ্জামান সম্পূর্ন নিজস্ব প্রযুক্তি ও অনুঘটক ব্যবহার করে নগর বর্জ্য ও মানুস্যবর্জ্যনিয়ে দীর্ঘদি ধেও কাজ করছেন এবং সফল হয়েছেন। নগরবর্জ্য থেকে স্বল্পমুল্যে জ্বালানিতেল, গ্যাস ও উন্নত মানের জৈবসার উদ্ভাবন করে বিশ্বব্যাপি সাড়া জাগিয়েছেন, তাঁর এই যুগান্তকারী গবেষণা বেশ কয়েকটি আন্তর্জতিক মানের বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নালে প্রকাশিত হওয়ার পরে বিষটি নিয়ে অনেক দেশই আজ আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে। আশা করি, আমাদের দেশও এর সুফল অচিরেই ভোগ করবে এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা সমূহ নিজ উদ্যোগে এই আবিষ্কারকে কাজে লাগানোর জন্য এগিয়ে আসবে।

মেহেরপুরে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবীতে ৬ গ্রামবাসীর মানববন্ধন

ফসলি জমির পানি নিষ্কাশনের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী পালন করেছেন ৬ গ্রামবাসী।

রবিবার সকালে গাংনী উপজেলার তেরাইল, মহব্বতপুর, বাদিয়াপাড়া, কামারখালি, ষোলটাকা ও সহড়াবাড়িয়া গ্রামের শতাধিক কৃষক মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন। মানববন্ধন শেষে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন বামুন্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো।

তিনি বলেন, তেরাইল মোহাম্মদপুর ষোলটাকা তিন গ্রামের মাঠে জলাবদ্ধতার কারণে চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা ইতিপূর্বে প্রশাসনকে জানিয়েছি মানববন্ধন হয়েছে ওই মাঠে। তখন অল্প ছিল জলবদ্ধতা। আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়ে পুরো মাঠ প্লাবিত হয়েছে। মাঠ প্লাবিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রামে চলে এসেছে। গ্রামের রাস্তাঘাট ডুবে গেছে। এখন এটা যদি নিরসন না হয় ফসলের তো ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে পাশাপাশি গ্রামের মানুষের অনেক ক্ষতি হবে। রাস্তার পাশে ক্যানাল আছে সেগুলো হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। এখন প্রশাসন নজর দিয়ে ক্যানালগুলো যদি ঠিক করে দেয় তাহলে জলবদ্ধতা কমে যাবে।

এ সময় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, বহু বছর ধরে সঠিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি মৌসুমে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি বা সামান্য প্লাবন হলেই জমি ডুবে যায়। ধান, পাট, শাকসবজি থেকে শুরু করে সব ধরনের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কৃষকরা বলেন, সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে কৃষকরা একদিকে লোকসানের বোঝা বইছেন, অন্যদিকে ঋণের টাকা শোধ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। বক্তারা দ্রুত সেচ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান। ষোলটাকা ইউনিয়নের সাত আটটা গ্রামের প্রচুর জমিতে সব গ্রামের পানি এসে আটকে থাকে। পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকাই জমিতে সারা বছর পানি আটকে থাকে । যার ফলে কোনরকম চাষাবাদ করা যায় না। বড় বড় মাছ ব্যবসায়ীরা পুকুর কাটার জন্য ক্যানাল বন্ধ করে ফেলে। ক্যানাল বন্ধ হাওয়াই মূলত জলবদ্ধতার কারণ। চাষাবাদ না করতে পেরে আমাদের গ্রামের মানুষ অনাহারে না খেয়ে থাকে। এর পাশাপাশি গ্রামের সকল মানুষের গরুর খাবারে সংকট দেখা যায়। তিন থেকে পাঁচ হাজার বিঘা জমি পানি আটকে আছে।

পানি নিষ্কাশনের পদক্ষেপ না নিলে আগামীতে গমের চাষ হবে না, ভুট্টা চাষ হবে না, কৃষকের আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। রবিশস্যের চাষ গুলো আমাদের মাঠে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।

মানববন্ধন শেষে কৃষকরা জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্কুলছাত্র রাব্বির মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাব্বি হোসেন (১১) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মাঠপাড়ায় নিজ বাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাব্বি একই গ্রামের কেরামত আলীর ছেলে ও স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সকালে স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল রাব্বি। ঘরের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশের সময় বৈদ্যুতিক তারের লিকেজে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয় সে। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে এমন সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সবুজ চত্বরে শুভসংঘের পাঠচক্র

শিক্ষার্থীদের পাঠঅভ্যাসে অভ্যস্ত করতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসের সবুজ চত্বরে অনুষ্ঠিত হলো পাঠচক্র অনুষ্ঠান।

রবিবার সকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা পাঠ ও কবিতার পটভূমি নিয়ে আলোচনা করেন বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার উপদেষ্টা ও কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক অনিক হাসান।

বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে পাঠচক্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নাফিউল ইসলাম।

কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন বলেন, বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মূল্যবান সময় নিজের অজান্তেই নষ্ট করছি। আমরা যদি দিনের একটি সময় বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে পারি, তবে ভবিষ্যতে সফলতার গল্প লিখতে এই সময়টির কথা বারবার মনে পড়বে। বিখ্যাত মনীষী এবং সফল ব্যক্তিরা এখনো তাদের দিনের কর্মপরিকল্পনার মধ্যে কিছুটা সময় বই পড়ার কাজে কাটান। আমাদেরও এখন থেকেই বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। নিয়মিত বই পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানকে বিকশিত করতে পারব।

সভাপতির বক্তব্যে রফিকুল আলম বকুল বলেন, আমাদের ছোটবেলায় যখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছিল না, তখন সময় কাটানোর মূল উৎসই ছিল বিভিন্ন ধরনের বই পড়া। বই পড়ার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশের, এলাকার কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে জানতে পারি। শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, দিনের একটি সময় হাতের মোবাইলটি দূরে সরিয়ে রেখে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি। এ অভ্যাসের মাধ্যমে আমাদের মানসিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

পাঠচক্রে অংশ নেন সংগঠনের স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক উলমাতুন নেছা পূর্ণিমা, কার্যকরী সদস্য সুরাইয়া আক্তার হ্যাপী। পাঠচক্রে গীতাঞ্জলির বিভিন্ন কবিতা পাঠ করেন শিক্ষার্থী স্মৃতি খাতুন,

জেবা আক্তার, উর্মিলা খাতুন, আলিন আহম্মেদ, আয়েশা সিদ্দিকা অ্যানি, সামিয়া আক্তার, সুরাইয়া আক্তার মলি, তাবাচ্ছুম সুলতানা আইরিন, মোছাঃ গোলাপী, ফারজানা আক্তার আশা, সাদিয়া ইসলাম, দিশা দাস , মোঃবিপুল , নাহিদ খান প্রমুখ।

পাঠচক্র অনুষ্ঠানে সকলকে বই পড়ার অভ্যাস তৈরিতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয় এবং পাঠঅভ্যাস গড়ে তুলতে প্রতি মাসে অন্তত একটি পাঠচক্র অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।